হাসানাঈন করীমাইনের মর্যাদা

04-August-2022

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায়

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه   وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه   وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন **(অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)**।

দরূদ শরীফের ফযীলত

হাদীসে পাকের প্রসিদ্ধ কিতাব তিরমিযী শরীফে বর্ণিত রয়েছে: **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আমার নিকটবর্তী সেই ব্যক্তি হবে, যে সবচেয়ে বেশি আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করবে। **(তিরমিযী, কিতাবুল বিতর, ২/২৭, হাদীস ৪৮৪)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفۡضَلُ الۡعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪) **হে আশিকানে রাসূল!** প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه মুহাররামুল হারাম শরীফের বরকতময় মাস চলমান, এই মুবারক মাসের সাথে পবিত্র আহলে বাইত رِضۡوَانُ اللّٰهِ عَنۡهُمۡ اَجۡمَعِيۡن ও ইমামে আলী মকাম, ইমামে তিশ্নাকাম হযরত ইমাম হাসান মুজতাবা ও ইমাম হোসাইন رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡهُمَا এর একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। আসুন! এরই প্রেক্ষিতে হাসানাঈন করীমাইন رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡهُمَا এর শান ও মহত্ব সম্পর্কে শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি। নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই দু’জন শাহজাদাকে খুবই ভালোবাসতেন।

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡهُ বলেন: রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আরয করা হলো; আহলে বাইতের رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡهُمۡ মধ্যে আপনার সবচেয়ে বেশি প্রিয় কে? ইরশাদ করলেন: হাসান ও হোসাইন (رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡهُمَا)। প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত ফাতেমাতুয যাহরা رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡهَا কে ইরশাদ করতেন: আমার সন্তানদেরকে আমার কাছে ডাকো, অতঃপর তাঁদের ঘ্রাণ নিতেন এবং নিজের বুকে জড়িয়ে ধরতেন।

(তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব আন রাসূলুল্লাহ, ৫/৪২৮, হাদীস ৩৭৯৭)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীরে কুরআন, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: ভালোবাসার অনেক ধরণ রয়েছে; সন্তানের প্রতি ভালোবাসা এক ধরনের, স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা আরেক ধরণের, বন্ধুদের প্রতি ভালোবাসা এক ধরনের। সন্তানদের মধ্যে হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا) খুবই প্রিয়, স্ত্রীদের (رَضِیَ اللهُ عَنۡهُنَّ) মধ্যে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا প্রিয়, আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে (আমিরুল মুমিনিন) হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ হলেন সবচেয়ে প্রিয়। তিনি আরো বলেন: হুযুর (صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাঁদের কেনই বা শুঁকবেন না, তাঁরা উভয়েই তো হুযুর (صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর ফুল ছিলেন, ফুলের তো ঘ্রাণই নেয়া হয়, তাঁদের বুকের সাথে লাগানো, জড়িয়ে ধরা অত্যধিক ভালোবাসার কারণেই ছিলো। এ থেকে জানা যায়, ছোট্ট শিশুদের ঘ্রাণ নেয়া, তাদের আদর করা, তাদের জড়িয়ে ধরা, চেপে ধরা রাসূলে পাক صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৪১৮)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِيۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

আসুন! আমরাও ঐ মহান মনিষীদের ভালোবাসা নিজের অন্তরে আরো দৃঢ় করতে এবং তাঁদের আচার ও আচরণের উপর আমল করার নিয়্যতে তাঁদের কল্যাণময় আলোচনা শ্রবন করি।

নাম-উপনাম ও উপাধি

হাসানাঈনে করীমাইনের رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا মধ্যে বড় হলেন, হযরত ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ। তাঁর উপনাম (কুনিয়্যত) হলো “আবু মুহাম্মদ” এবং উপাধী হলো “তক্বী ও সৈয়্যদ” আর পরিচিত ছিলেন “সিবতে

রাসূল” হিসাবে, তাঁকে “রাইহানাতুর রাসূল”ও বলা হতো। ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ হলেন জান্নাতী যুবকদের সর্দার। তাঁর মুবারক জন্ম ৩য় হিজরীর ১৫ রমযানুল মুবারক রাতে মদীনা শরীফে হয়েছিলো। রাসূলে পাক صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সপ্তম দিনে তাঁর আকিকা করেন, চুল কর্তন করা হলো এবং আদেশ দিলেন: চুলের সমপরিমান ওজনের রূপা সদকা করে দাও।

(তারিখুল খোলাফা, ১৪৯ পৃষ্ঠা। রওযাতুশ শুহাদা (অনুদিত), ১/৩৯৬)

তাঁর নাম রাসূলে পাক صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمই রাখেন। পরিপূর্ণ ঘটনাটি এরূপ: হযরত আসমা বিনতে উমাইস رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا প্রিয় নবী صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে হযরত ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর জন্মের সুসংবাদ শুনান। তখন প্রিয় নবী صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ নিয়ে আসলেন এবং ইরশাদ করলেন: আসমা! আমার সন্তানকে আনো, হযরত আসমা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا (ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ কে) একটি কাপড়ে জড়িয়ে রাসূলে পাক صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত করলেন। হুযুর صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ডান কানে আযান ও বাম কানে তাকবীর দিলেন আর হযরত মওলা আলীউল মুরতাদা كَرَّمَ اللهُ وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم কে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি এই মর্যাদাপূর্ণ সন্তানের নাম কি রেখেছো? আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার কি এমন ক্ষমতা যে, বিনা অনুমতিতে আগেই নাম রেখে দিবো, কিন্তু আপনি যখন জিজ্ঞাসা করছেন তবে আমার মনে হয় “হারব” নাম রাখা হোক, বাকী হুযুর صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইচ্ছা। তখন প্রিয় নবী صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর নাম রাখেন হাসান। **(সাওয়ানেহে কারবালা, ৯২ পৃষ্ঠা)**

তাঁর ছোট ভাই সায়্যিদুশ শুহাদা, রাকিবে দোশে মুস্তফা, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর জন্ম ৪র্থ হিজরীর ৫ শা’বানুল মুয়াযযম মদীনা মুনাওয়ারায় হয়েছিলো। তাঁর নাম প্রিয় নবী, রাসূলে

আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم "হোসাইন" এবং "শাব্বির" রাখেন আর তাঁর উপনাম (কুনিয়্যত) "আবু আব্দুল্লাহ" তাঁর উপাধীও "সিবতু রাসূল" এবং "রাইহানাতুর রাসূল" (রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফুল), তাঁর বড় ভাইয়ের ন্যায় তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ ও জান্নাতী যুবকদের সর্দার। **(আসাদুল গাবা, বাবুল হা ওয়াল হোসাইন, ১১৭৩ পৃষ্ঠা। আল হোসাইন বিন আলী, ২৫-২৬ পৃষ্ঠা। সিয়রে আ'লামুন নিবালা, ২৭০ পৃষ্ঠা। আল হোসাইন শহীদ..., ৪/৪০২-৪০৪ পৃষ্ঠা)**

নাম কি রকম রাখা উচিত?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখন আমরা শুনলাম যে, নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের প্রিয় নাতীদ্বয়ের নাম নিজে রেখেছেন। আসুন! এই ব্যাপারে নাম রাখার কিছু আদব শ্রবণ করি।

মনে রাখবেন! উত্তম নাম রাখা সন্তানের হক সমূহের মধ্যে একটি হক এবং পিতামাতার পক্ষ থেকে তাদের সন্তানদের জন্য সর্বপ্রথম এবং মৌলিক উপহারও বটে, যা সে সারা জীবন নিজের বুকে আগলে রাখে, এমনকি যখন কিয়ামত সংগঠিত হবে তখন তাকে এই নামেই আল্লাহ পাকের নিকট ডাকা হবে। যেমনিভাবে

হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত; রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের ও তোমাদের বাপদাদার নামে ডাকা হবে, সুতরাং নিজেদের ভালো নাম রাখো। **(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, ৪/৩৭৮, হাদীস ৪৯৪৮)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই হাদীসে পাক থেকে ঐ লোকেরা শিক্ষা অর্জন করুন, যারা তাদের সন্তানের নাম কোন গায়ক, সিনেমার অভিনেতা বা مَعَاذَ اللّٰه অমুসলিমের নামের সাথে মিলিয়ে রাখে, এর চেয়ে নিকৃষ্ট লাঞ্ছনা আর কি হতে পারে যে, মুসলমানের সন্তানকে কাল কিয়ামতের ময়দানে

অমুসলিমের নামে ডাকা হবে। আমাদের সমাজে শিশুর নাম নির্বাচনের দায়িত্ব সাধারণত কোন নিকটাত্মীয় যেমন; দাদি, ফুফি, চাচা ইত্যাদিকে অর্পন করা হয় এবং অনেক সময় ইলমে দ্বীন থেকে দুরত্বের কারণে তারা শিশুর এমন নাম রেখে দেয়, যার কোন অর্থই নেই বা অর্থ ভালো হয়না অথবা শরয়ীভাবে সঠিক হয় না, এরূপ নাম রাখা থেকে বিরত থাকা উচিৎ, অনেক সময় এরূপ নামও খোঁজা হয়, যা ঘরে, বংশে বা মহল্লায় দূর দুরান্ত পর্যন্ত যেনো না থাকে, যেই শুনবে যেনো বলে; এই নাম তো প্রথম শুনলাম, খুবই সুন্দর নাম রেখেছেন। এই কথা শুনে নাম প্রদানকারী খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায়, এরূপ লোকদের এক মুহুর্তের জন্য চিন্তা করা দরকার যে, এই খুশি প্রশংসার আকাঙ্ক্ষা রোগের প্রতিফল তো নয়, সুতরাং আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَیۡهِمُ السَّلَام, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈন رِضۡوَانُ اللهِ عَنۡهُمۡ اَجۡمَعِیۡن এবং আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ الله এর নামের সাথে মিলিয়ে রাখা উচিৎ, যার একটি উপকারিতা এটা হবে যে, শিশুর বুযুর্গদের সাথে রূহানি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয়ত সেই নেক ব্যক্তিত্বদের নাম রাখার বরকতে তার জীবনে মাদানী প্রভাবও বিরাজ করবে। নাম সম্পর্কে আরো চিত্তাকর্ষক ও আশ্চর্যজনক বিষয় জানার জন্য মাকাতাবাতুল মদীনার কিতাব “নাম রাখার বিধান” অধ্যয়ন করুন, এই কিতাবে শিশুদের নাম রাখার জন্য অসংখ্য ভালো ভালো নামের তালিকা বিদ্যমান, এছাড়াও শিশুদের নাম রাখার ব্যাপারে অসংখ্য মাদানী ফুল বিভিন্ন স্থানে নিজের সুবাশ ছড়াচ্ছে। দা’ওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

হাদীসে পাকের আলোকে হাসানাঈনে করীমাইনের মর্যাদা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিভিন্ন সময়ে এই ব্যক্তিত্বদের এমন শান ও মহত্ব বর্ণনা করেছেন, যা শুনে اِنْ شَآءَ الله আমাদের অন্তরে হাসানাঈন করীমাইনের رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। আসুন! তাঁদের শান ও মহত্ব সম্পর্কীত প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কয়েকটি বাণী শ্রবন করি।

ইরশাদ হচ্ছে: مَنْ اَحَبَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَدْ اَحَبَّنِیْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمَا فَقَدْ اَبْغَضَنِیْ অর্থাৎ যে হাসান ও হোসাইনকে ভালোবাসলো, (মূলত) সে আমাকে ভালোবাসলো এবং যে তাঁদের দু'জনের সাথে শত্রুতা পোষণ করলো, (মূলত) সে আমার সাথে শত্রুতা পোষণ করলো।

(ইবনে মাজাহ্, কিতাবুস সুন্নাহ, ১/৯৬, হাদীস ১৪৩)

ইরশাদ হচ্ছে: هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا অর্থাৎ হাসান ও হোসাইন (رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا) দুনিয়ায় আমার দুটি ফুল।

(বুখারী, কিতাবু ফাযায়িলে আসহাবুন নবী, ২/৫৪৭, হাদীস ৩৭৫৩)

ইরশাদ হচ্ছে: اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ অর্থাৎ হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا জান্নাতী যুবকদের সরদার। **(তিরমিযী, ৫/৪২৬, হাদীস ৩৭৯৩)**

হাসানাঈন করীমাইনের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা ওয়াজিব

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: যখন (২৫তম পারা, সূরা আশ শুরার) এই আয়াতে মুবারাকা অবতীর্ণ হলো:

قُلْ لَّاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَیْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبٰی ؕ

(পারা ২৫, সূরা আশ্ শুরা, আয়াত ২৩)

(پ۲۵،الشّوریٰ:۲۳)

<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ</u>: আপনি বলুন: 'আমি সেটার জন্য তোমাদের কাছ থেকে কোন পারিশ্রমিক চাই না, কিন্তু চাই নিকটাত্মীয়তার ভালোবাসা।

তখন সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার ঐসকল নিকটাত্মীয় কারা, যাঁদেরকে ভালোবাসা আমাদের উপর ওয়াজিব? তখন হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আলী মুরতাদ্বা, ফাতেমাতুয যাহরা (رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا) এবং তাঁদের উভয় সন্তান (অর্থাৎ হযরত ইমাম হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا)।

(মু'জামু কবীর, বাবুল হা, হাসান বিন আলী বিন আবি তালিব, ৩/৪৭, হাদীস ২৬৪১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো! পবিত্র আহলে বাইতের رِضۡوَانُ اللهِ عَنۡهُمۡ اَجۡمَعِيۡن প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা ওয়াজিব ও আবশ্যক, প্রত্যেক মুসলমানের নিকট তার জান মাল, সম্মান ও সম্ভ্রম, পিতামাতা এবং সন্তান থেকেও বেশি প্রিয় "আহলে বাইতে কিরাম رِضۡوَانُ اللهِ عَنۡهُمۡ اَجۡمَعِيۡن" হওয়া উচিৎ। এই পবিত্র মনিষীদের প্রতি ভালোবাসাই হচ্ছে হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালোবাসা এবং হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালোবাসাই হচ্ছে পরিপূর্ণ ঈমানের নিদর্শন।

নবী করীম, রঊফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "لَا يُؤۡمِنُ عَبۡدٌ حَتّٰى اَكُوۡنَ اَحَبَّ اِلَيۡهِ مِنۡ نَفۡسِهٖ" অর্থাৎ কোন বান্দা পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষন পর্যন্ত আমাকে নিজের প্রাণ থেকেও প্রিয় মনে করবে না "وَذَاتِيۡ اَحَبَّ اِلَيۡهِ مِنۡ ذَاتِهٖ" এবং আমার সত্তা, তার নিজ সত্তা থেকেও বেশি প্রিয় হবে না "وَتَكُوۡنَ عِتۡرَتِيۡ اَحَبَّ اِلَيۡهِ مِنۡ عِتۡرَتِهٖ" এবং আমার সন্তান তার সন্তান থেকে বেশি প্রিয় হবে না "وَاَهۡلِيۡ اَحَبَّ اِلَيۡهِ مِنۡ اَهۡلِهٖ" এবং আমার আহলে বাইত (رِضۡوَانُ اللهِ عَنۡهُمۡ اَجۡمَعِيۡن) তার পরিবার পরিজন থেকে বেশি প্রিয় হবে না।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি হুব্বিন্নবী, ২/১৮৯, হাদীস ১৫০৫)

আহলে বাইতের رِضْوَانُ اللّٰهِ عَنۡهُمۡ اَجۡمَعِيۡن ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পবিত্র আহলে বাইতের رِضْوَانُ اللّٰهِ عَنۡهُمۡ اَجۡمَعِيۡن শানে আল্লাহ পাক ২২তম পারার সূরা আহযাবের ৩৩ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

اِنَّمَا یُرِیۡدُ اللّٰہُ لِیُذۡہِبَ عَنۡکُمُ الرِّجۡسَ اَہۡلَ الۡبَیۡتِ وَ یُطَہِّرَکُمۡ تَطۡہِیۡرًا ﴿ۚ۳۳﴾

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৩৩)

(پ۲۲، الاحزاب: ۳۳)

<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:</u> হে নবীর পরিবারবর্গ! আল্লাহ তো এটাই চান যে, তোমাদের থেকে প্রত্যেক অপবিত্রতা দূরীভূত করে দেবেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে অতীব পরিচ্ছন্ন করে দেবেন।

অধিকাংশ মুফাসসীরে কিরামের رَحِمَهُمُ اللّٰه عَلَيۡهِمۡ اَجۡمَعِيۡن অভিমত হচ্ছে: এই আয়াতে মুবারাকা হযরত আলীউল মুরতাদ্বা, হযরত ফাতেমা যাহরা, হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসাইন رِضْوَانُ اللّٰهِ عَنۡهُمۡ اَجۡمَعِيۡن এর হকে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ইমাম আহমদ رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡه হযরত আবু সাঈদ খুদুরী رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণনা করেন: এই আয়াত পাঞ্জেতন পাকের শানে অবতীর্ণ হয়েছে। পাঞ্জেতন দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, হযরত আলী, হযরত ফাতেমা, হযরত ইমাম হাসান এবং হযরত ইমাম হোসাইন رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡهُمۡ। **(সাওয়ানেহে কারবালা, ৭৯-৮০ পৃষ্ঠা)**

অপর এক বর্ণনায় এটাও রয়েছে: রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই ব্যক্তিত্বরা সহ তাঁর অন্যান্য সাহেবজাদা এবং নিকটাত্মীয় ও পবিত্র স্ত্রীগণদেরও অন্তর্ভূক্ত করেছেন। **(আস সাওয়ায়েকেল মাহরাকা, ১ম অধ্যায়, ১৪৪ পৃষ্ঠা)**

আয়াতে মুবারাকার তাফসীর করতে গিয়ে হযরত ইমাম তাবারী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡه বলেন: অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সন্তানগণ! আল্লাহ পাক চান যে, তোমাদের কাছ থেকে মন্দ বিষয় এবং অশ্লিল জিনিস

সমূহ দূরে রাখতে এবং তোমাদেরকে গুনাহের ময়লা আবর্জনা থেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করতে। (তাবারী, ২২তম পারা, আল আহযাব, ৩৩ নং আয়াতের পাদটিকা, ১০/২৯৬)

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুফতী নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই আয়াতে করীমা আহলে বাইতে কিরামের (رِضْوَانُ اللهِ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْن) ফযীলতের ঝর্ণাধারা আর জানা যায় যে, সকল মন্দ চরিত্র ও মন্দ অবস্থা থেকে তাঁদের নিরাপদ রেখেছেন। কিছু কিছু হাদীসে বর্ণিত আছে: আহলে বাইতরা (رِضْوَانُ اللهِ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْن) দোযখের আগুনের জন্য হারাম (অর্থাৎ জান্নাতী) এবং এটাই এই পরিশোধনের উপকারীতা আর প্রতিফল ও যে বিষয় তাঁদের পবিত্র অবস্থার উপযুক্ত না হয় তা থেকে তাঁদের পরওয়াদিগার তাঁদেরকে নিরাপদ রাখে এবং বাঁচায়।

(সাওয়ানেহে কারবালা, ৮২ পৃষ্ঠা)

আমাদেরও পবিত্র আহলে বাইতের (رِضْوَانُ اللهِ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْن) প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরন করে চলার চেষ্টা করা উচিৎ, আল্লাহ পাক তাঁদের সদকায় আমাদেরও গুনাহ থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুক এবং অধিকহারে নেকী করে জান্নাতে সেই ব্যক্তিত্বদের নৈকট্য দান করুক। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক পুস্তিকা পাঠ করা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য অধ্যয়ন করা খুবই জরুরী যে, উত্তম ও দ্বীনি জ্ঞান সমৃদ্ধ কিতাবের অধ্যয়ন দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার সঠিক দিক ও ইলম অর্জনের উত্তম উপায়। যেমনিভাবে শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: অধ্যয়ন ইলমে দ্বীনের প্রাণ। মৌলিক আকায়িদ সম্পর্কে জানার সাথে সাথে প্রত্যেক

বিবেকবান প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমানের উপর তার প্রয়োজন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় শরয়ী মাসায়ীল শিখা ফরযে আইন। দ্বীনি কিতাব অধ্যয়ন আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও সাওয়াব অর্জনের মাধ্যম আর এর মাধ্যমে তার ইলমে দ্বীনের সমৃদ্ধি হয়ে থাকে। ইলমে দ্বীন শিখার অন্যতম মাধ্যম কিতাব, সুতরাং এ ধরণের কিতাব ও পুস্তিকা অধ্যয়ন করা উচিত, যার মাধ্যমে দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার সঠিক দিক নির্ণয় আর চারিত্রিক ও মানসিকতার শিক্ষার মাধ্যম হয়। তাই আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী আল্লাহ পাকের দয়া ও করুনায় ইলমে দ্বীন প্রসার করার জন্য যেখানে বিভিন্ন বিভাগ ও দ্বীনি কাজ শুরু করেছে, সেখানে কিতাব ও পুস্তিকার মাধ্যমে ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের যোগাযোগ মজবুত করার জন্য "সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন" নামে দ্বীনি কাজ শুরু করেছে, যার মাধ্যমে সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারায় কোন একটি পুস্তিকার অধ্যয়ন করা অথবা অডিও পুস্তিকা শুনার জন্য উৎসাহ দেয়া হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه অসংখ্য ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন এর অধ্যয়ন করে নিজের যিম্মাদারদেরকে জানিয়ে থাকে যে, তারা এই সপ্তাহের পুস্তিকা পড়ে বা শুনে নিয়েছে। আমীরে আহলে সুন্নাত ও জানশীনে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর উৎসাহের জন্য পুস্তিকা অধ্যয়নকারীকে দোয়ার মাধ্যমে ধন্য করে থাকেন। আপনিও সাপ্তাহিক পুস্তিকা ধারাবাহিকভাবে অধ্যয়ন করুন اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে ইলমে দ্বীনের মধ্যে সমৃদ্ধিও হবে আর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়াও পাওয়া যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত রয়েছে: সৈয়্যদুল আউলিয়া, মওলা মুশকিল কোশা, শেরে খোদা হযরত সায়্যিদুনা আলিউল মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم

বলেন: ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বুক থেকে মাথা পর্যন্ত প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে অনেক মিল ছিলো আর ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর নিচের অবশিষ্টাংশে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে অনেক মিল ছিলো।

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: মনে রাখবেন! হযরত ফাতেমা যাহরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا আপাদমস্তক (মাথা মুবারক থেকে পা মুবারক পর্যন্ত) একেবারে প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মতোই ছিলেন। আর তাঁর শাহজাদাদ্বয় (অর্থাৎ হাসানাঈনে করীমাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا) এর মাঝে এই মিলটি ভাগ করে দেয়া হয়েছিলো, হযরত ইমাম হোসাইন (رَضِیَ اللهُ عَنْهُ) এর হাঁটু থেকে কদম শরীফ পর্যন্ত এবং গোঁড়ালী একেবারে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মতোই ছিলো, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে কুদরতি মিলও আল্লাহ পাকের নেয়ামত, যে তার কোন আমলকে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে মিলিয়ে দেয়, তবে তার ক্ষমা হয়ে যায়, তবে যাকে আল্লাহ পাক তাঁর মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে মিলিয়ে দেন, তার ভালোবাসার অবস্থা কিরূপ হবে। **(মিরাত, ৮/৪৮০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অনুবাদ বিভাগ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামী প্রায় ৮০টিও অধিক বিভাগের মাধ্যমে নেকীর দাওয়াতের প্রচার-প্রসার করার মধ্যে রত রয়েছে, এই বিভাগ সমূহের মধ্যে একটি হলো “অনুবাদ বিভাগ”। اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামীর বার্তা

দুনিয়ার অসংখ্য দেশে পৌঁছে গিয়েছে, ওই দেশগুলোর মধ্যে নেকীর দাওয়াত প্রচার-প্রসার করার জন্য ওই দেশগুলোর ভাষায় কিতাব ও পুস্তিকার প্রয়োজন ছিলো, সুতরাং এই কাজ সম্পাদন করার জন্য “অনুবাদ বিভাগ” প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই বিভাগের কাজ মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন কিতাব ও পুস্তিকার বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে এগুলোকে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে পৌঁছানো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এ পর্যন্ত দুনিয়ার প্রায় ৩৬টি ভাষায় অনুবাদ হচ্ছে। বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ কৃত কিতাব ও পুস্তিকা দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েব-সাইট www.dawateislami.net থেকে পড়া ও ডাউনলোড (Download) করা যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে তাঁর আহলে বাইত رِضۡوَانُ اللهِ عَنۡهُمۡ اَجۡمَعِيۡن এবং প্রিয় নাতিগণকে رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا খুবই ভালোবাসতে দেখলেন তখন রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্পর্কের কারণে এই ব্যক্তিত্বরাও তাঁদেরকে ভালোবাসতেন ও আদর করতেন এবং হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী পর্দা করার পরও তাঁর পবিত্র আহলে বাইত رِضۡوَانُ اللهِ عَنۡهُمۡ اَجۡمَعِيۡن বিশেষ করে হাসানাঈন করীমাইনের رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا প্রতি অত্যাধিক খেয়াল রাখতেন।

সিদ্দিকে আকবরের ইমাম হাসানের প্রতি ভালোবাসা

হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ যখন মুমিনদের আমির ও মুসলমানদের খলিফা নির্বাচিত হলেন তখন রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পর্কের কারণে হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ পবিত্র আহলে বাইতদের رِضۡوَانُ اللهِ عَنۡهُمۡ اَجۡمَعِيۡن অনেক খেয়াল রাখতেন এবং পবিত্র

আহলে বাইত رِضْوَانُ اللهِ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْن সম্পর্কে বলতেন: “হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আত্মীয়রা আমার নিকট আমার আত্মীয় থেকে বেশি প্রিয়।”

(বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাবু হাদীসু বনী নাদ্বারা, ৩/২৯, হাদীস ৪০৩৬)

ফারুকে আযমের ইমাম হোসাইনের প্রতি অফুরন্ত ভালোবাসা

হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি একদিন আমিরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ঘরে গেলাম, কিন্তু তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হযরত আমিরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সাথে আলাদাভাবে কথাবার্তায় লিপ্ত ছিলেন এবং তাঁর ছেলে হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর তিনি ফিরে আসতে লাগলেন তখন তাঁর সাথে আমিও ফিরে এলাম। পরে আমিরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সাথে আমার সাক্ষাত হলো, তখন আমি আরয করলাম: “হে আমিরুল মুমিনিন! আমি আপনার নিকট এসেছিলাম, কিন্তু আপনি হযরত আমিরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সাথে কথাবার্তায় লিপ্ত ছিলেন। আপনার সন্তান আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ও বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলো (আমি ভাবলাম যখন সন্তানরই ভিতরে যাওয়ার অনুমতি নেই, তবে আমার কিভাবে হবে?) সুতরাং আমি তাঁর সাথেই ফিরে গেলাম।” তখন আমিরুল মুমিনিন হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: হে আমার বৎস হোসাইন! আমার সন্তানের চেয়ে আপনি ভেতরে আসার বেশি হকদার আর আমার মাথায় যে চুল রয়েছে, আল্লাহ পাকের পর সেগুলো কাদের কারণে, আপনারা সৈয়্যদ বংশীয়দের করণেই তো (সব নেয়ামত লাভ করেছি)।” **(তারিখে ইবনে আসাকির, ১৪/১৭৫)**

শেরে খোদার ইমাম হাসানের প্রতি ভালোবাসা

হযরত আসবাগ বিন নুবাতা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: একবার হযরত ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অসুস্থ হলেন, তখন আমিরুল মুমিনিন হযরত আলীউল মুরতাদ্বা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর সাথে দেখা করতে গেলেন, আমিও তাঁর সাথে দেখা করতে গেলাম। আমরিুল মুমিনিন হযরত আলীউল মুরতাদ্বা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অবস্থা জানতে গিয়ে বললেন: হে রাসূলের নাতি! এখন অবস্থা কেমন? আরয করলেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰه ভালো আছি। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: যদি আল্লাহ পাক চায় তবে উন্নতি হবে। অতঃপর হযরত ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরয করলেন: আমাকে বসতে সাহায্য করুন। আমিরুল মুমিনিন হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁকে নিজের বুকের সাথে টেক লাগিয়ে বসিয়ে দিলেন, অতঃপর হযরত ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: একদিন আমাকে আমার নানাজান, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছিলেন: হে আমার বৎস! জান্নাতে একটি বৃক্ষ রয়েছে, যাকে শাজারাতুল বালওয়া বলা হয়, কষ্টে নিপতিত লোকদেরকে কিয়ামতের দিন এই বৃক্ষের নিকট জড়ো করা হবে, যখন না মিযান প্রতিষ্ঠা হবে, না আমল নামা খোলা হবে, তাদেরকে পুরোপুরি প্রতিদান প্রদান করা হবে। অতঃপর প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই আয়াতে মুবারাকা তিলাওয়াত করেন:

اِنَّمَا یُوَفَّی الصّٰبِرُوۡنَ اَجۡرَهُمۡ بِغَیۡرِ حِسَابٍ ﴿۱۰﴾

(পারা ২৩, সূরা যুমার, আয়াত ১০)

(پ۲۳،الزمر،آیت۱۰)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের অফুরন্ত প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে। (কিতাবুদ দোয়া লিত তাবারানী, ৩৪৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে যেমনিভাবে আমীরুল মুমনিন হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর তাঁর শাহজাদা ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতি ভালোবাসা সম্পর্কে জানা গেলো, তেমনিভাবে ইমাম

হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বর্ণনাকৃত প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাণী দ্বারাও জানা গেলো, দুশ্চিন্তা, বিপদ ও কষ্টে ধৈর্যধারণ কারীদেরকে কিয়ামতের দিন তাদের ধৈর্যের পরিপূর্ণ প্রতিদান প্রদান করা হবে। মনে রাখবেন! আল্লাহ পাকের প্রত্যেকটি কাজে হাজারো হিকমত লুকিয়ে থাকে, যা আমরা জানি না। সুতরাং প্রত্যেকের সামনে নিজের কষ্ট, দারিদ্রতা ও অভাবের কথা বলা, নিজের দুঃখের কাহিনী বলা এবং অভাবের কারণে مَعَاذَ اللّٰہ আল্লাহ পাকের সত্তার প্রতি অযথা আপত্তি করে নিজের মুখে কুফরী বাক্য বলার পরিবর্তে এই কষ্টের সম্মুখিন হয়ে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা উচিৎ, কেননা এই বিপদাপদ গুনাহের কাফফারা এবং উচ্চ মর্যাদা লাভের মাধ্যম হয়ে থাকে।

আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন রোগাক্রান্ত ও বিপদগ্রস্থদেরকে সাওয়াব দান করা হবে, তখন সুস্থ লোকেরা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, হায়! দুনিয়ায় যদি আমাদের চামড়া কাঁচি দিয়ে কাটা হতো। **(তিরমিযী, ৪/১৮০, হাদীস ২৪১০)**

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদীসে পাকের বাক্য "হায়! দুনিয়ায় যদি আমাদের চামড়া কাঁচি দিয়ে কাটা হতো" এর আলোকে বলেন: "অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা ও আশা করবে যে, আমাদের উপরও যদি দুনিয়ায় এরূপ রোগ হতো, যাতে আমরাও সেই সাওয়াব পেতাম, যা অন্যান্য রোগাক্রান্ত ও বিপদগ্রস্থরা পাচ্ছে।"

(মিরাত, ২/৪২৪)

হাসানাঈন করীমাইনের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা

হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; প্রিয় নবী, রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কোন মুসলমানের জন্য এই বিষয়টি

জায়িয নয় যে, সে তার ভাইয়ের সাথে তিনদিন তিনরাতের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন রাখে। তাদের মধ্যে যে কথাবার্তা বলাতে অগ্রগামি হবে, সে জান্নাতের দিকে যাওয়াতেও অগ্রগামি হবে। হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন: আমার নিকট এই বিষয়টি পৌঁছেছে যে, হাসানাঈন করীমাইনের মাঝে কোন বিষয়ে অসন্তুষ্টি হয়েছে। আমি ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম: লোকেরা আপনাকে অনুসরন (Follow) করে এবং আপনারা একে অপরের সাথে সম্পর্কে ছিন্ন অর্থাৎ কথাবার্তা বন্ধ রেখেছেন। আপনি এখনই ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর নিকট যান এবং তাঁকে রাজি করান, কেননা আপনি তাঁর ছোট, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বললেন: যদি আমি নবী করীম صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এরূপ ইরশাদ করতে না শুনতাম যে, যখন দুজন ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, তবে তাদের মধ্যে কথাবার্তা বলার জন্য যে প্রথমে অগ্রগামী হবে, সে প্রথমে জান্নাতে যাবে। তবে আমি সাক্ষাত করতে অবশ্যই অগ্রগামী হতাম কিন্তু আমি এই বিষয়টি পছন্দ করিনা যে, আমি তাঁর পূর্বে জান্নাতে চলে যাই।

হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন: এরপর আমি হযরত ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর দরবারে উপস্থিত হলাম আর তাকে সকল ঘটনাটি বললাম, ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বললেন: ইমাম হোসাইন যে কথা বলেছে তা সঠিক। অতঃপর ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ ইমাম হোসাইনের নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন, তাঁর সাথে সাক্ষাত করলেন এবং উভয় ভাইয়ের মাঝে পরস্পর মীমাংসা হয়ে গেলো। **(যুখাইরুল উকবা, ২৩৮ পৃষ্ঠা)**

অসন্তুষ্ট আত্মীয়দের সাথে মীমাংসা করে নিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমাদের মধ্যে কারো কোন আত্মীয় অসন্তুষ্ট থাকে তবে যদিও সেই আত্মীয়েরই ভূল হোক না কেন, মীমাংসার জন্য নিজে অগ্রগামি হোন এবং নিজে গিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার সাথে সাক্ষাত করে সম্পর্ক জোড়া লাগান। যদি ক্ষমা চাওয়াতেও নিজেকে অগ্রগামি করতে হয়, তবে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ক্ষমা চাওয়াতে অগ্রগামি হওয়া চাই, اِنْ شَآءَ الله মাথা উঁচু হবে। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ الله অর্থাৎ যে আল্লাহ পাকের জন্য বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ পাক তাকে উন্নতি দান করেন। **(শুয়াবুল ঈমান, ৬/২৭৬, হাদীস ৮১৪০)** সর্বদা নিজের আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখুন, তাদের সাথে সদাচরন করতে থাকুন, কেননা এতে উপকারই উপকার।

হযরত আবু লাইস সমরকন্দি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আত্মীয়দের সাথে সদাচরন করার ১০টি উপকারীতা রয়েছে: ★ আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জিত হয় ★ মানুষের খুশির উপলক্ষ্য হয় ★ ফিরিশতারা খুশি হয় ★ মুসলমানদের পক্ষ থেকে সেই ব্যক্তির প্রশংসা হয় ★ শয়তানের এতে কষ্ট হয় ★ বয়স বৃদ্ধি পায় ★ রিযিকে বরকত হয় ★ মৃত মুসলমান পিতা দাদা খুশি হয় ★ পরস্পর ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় ★ মৃত্যুর পর তার সাওয়াব বৃদ্ধি পায়, কেননা লোকেরা তার জন্য কল্যাণের দোয়া করে।

(তাম্বিহুল গাফিলিন, ৭৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের ঘর ও সমাজকে শান্তির নীড় বানাতে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত দ্বীনি পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যান, প্রতি মাসে কমপক্ষে তিনদিনের জন্য মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফর করুন এবং নেক আমল অনুযায়ী

জীবন অতিবাহিত করুন। আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করার ফযীলত ও বরকত জানার জন্য শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব "নেকীর দাওয়াত" এর ১২৭ থেকে ১৩০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত, পুস্তিকা "তৎক্ষনাৎ ফুফির সাথে মিমাংসা করে নিল" এবং "ইহতিরামে মুসলিম" অধ্যয়ন করুন। দা'ওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই কিতাব ও পুস্তিকা পড়তেও পারবে, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নখ কাটার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত পুস্তিকা "১০১টি মাদানী ফুল" থেকে নখ কাটার কিছু মাদানী ফুল শ্রবণ করি: ✸ জুমার দিন নখ কাটা মুস্তাহাব। অবশ্য যদি বড় হয়ে যায়, তবে জুমার দিনের জন্য অপেক্ষা করবেন না। (দুররে মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৬৮ পৃষ্ঠা) সদরুশ শরীয়া মাওলানা আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বর্ণিত আছে; যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটবে, আল্লাহ পাক তাকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবেন এবং তিন দিন অতিরিক্ত অর্থাৎ দশদিন পর্যন্ত। অন্য বর্ণনায় এটাও রয়েছে: যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটবে, তবে রহমতের শুভাগমন হবে এবং গুনাহ দূরীভূত হবে। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৬৮ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ২২৫, ২২৬ পৃষ্ঠা) ✸ হাতের নখ কাটার পদ্ধতি পেশ করা হচ্ছে: সর্বপ্রথম ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে

কনিষ্ঠা আঙ্গুলের নখ কাটবেন, তবে বৃদ্ধাঙ্গুল ছেড়ে দিবেন। এবার বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ কাটবেন। এখন সবশেষে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ কাটবেন।

(দুররে মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৮০ পৃষ্ঠা। ইহইয়াউল উলূম, ১ম খন্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা)

ঘোষণা

নখ কাটার অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা’ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ’লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ’লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কৃউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। (আল কৃউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَی اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِیْمُ الْکَرِیْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیْم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

প্রিয় নবী صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)